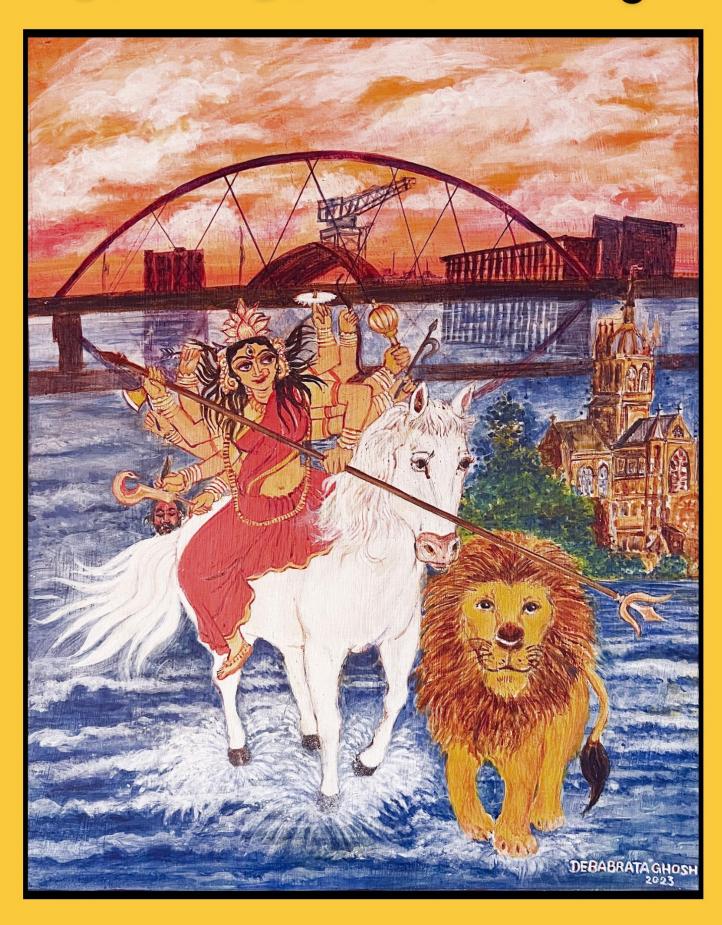
# স্থায়। সন্তার ১৪৩০ Sharod Shombhaar 2023









**Connections** by Malini Chakrabarty









I welcome you all with open arms to our 43<sup>rd</sup> Durga Puja celebrations in Glasgow this year. We are blessed to host our Durga Puja Festival once again with great zeal and feel proud to represent the oldest Puja of Scotland. Glasgow's Puja has grown from strength to strength with every passing year and it is hugely gratifying to see many new people join hand in hand with all of us to make our festivities a grand success.

Durga Puja depicts the celebration of the "triumph of good over evil", purifies negativities and cultivates positivity and holiness. Nine avatars of Maa Durga symbolises power, strength, bravery, knowledge, beauty, grace, auspiciousness, humanity and peace. We offer our prayers for harmony, peace of inner self and seek strength to overcome the challenges for the future.

We are delighted to fulfil our tradition and rich cultural heritage miles away from our motherland (India) and try to relive the festive moments with similar enthusiasm and excitement in our adopted homeland. I on behalf of Puja Committee would like to convey my sincere thanks to each and every one of you who has shown enthusiasm to be a part of our celebration and especially to our sponsors and advertisers for their relentless support. It would not be possible to hold this festival in such magnificence without the generous and tireless efforts of all the members of our community.

I am particularly glad to welcome our distinguished guests during our festive period. We hope they will cherish the fond memories of our Puja and grace us with their presence in future years. I extend my thanks to Coats Paisley and University of West of Scotland; Paisley Campus for their help and support to make our occasion successful and memorable. I express my sincere gratitude to our predecessors who have managed this festival graciously for years and we hope to follow their footsteps to spread it further and take it to greater dimensions.

Finally, my heartiest congratulations to our souvenir team who have worked extremely hard to relaunch the Puja Souvenir online this year after it had come to a halt for a few years with unprecedented situation. Contributions of many enthused people with different mix of skills help in growth and glorification of our Puja festivities. I would like to conclude with my best wishes for everyone, may this festive season brighten your lives and give strength to face any obstacle on your path.

Greetings for Durgotsav 2023 Gautam Kumar Patra









# Message from Consul General Bijay Selvaraj for Durga Puja

I am happy to note that the Durga Puja Committee, Bangiya Sanskritik Parishad, Glasgow is celebrating Durga Puja for the 43rd year running at Renfrewshire. India is a land of festivals and Durga Puja is a great Indian festival that makes the colourful mosaic of Indian culture and spirituality. I am glad that the Indian diaspora in Scotland is celebrating Durga Puja with traditional fervour on such a large scale. I wish the Organising Committee all success for this year's celebration and wish them continued success for the years to come.

\*\*\*











# The Right Hon The Lord Provost of Glasgow Councillor Jacqueline McLaren



As Lord Provost of Glasgow, I am delighted to send the city's very best wishes to everyone celebrating Durga Puja here in Scotland.

As a city famed for its wit, warmth and sense of fun, the festival of Durga Puja is an opportunity to celebrate these special qualities. A multi-cultural festival celebrating diversity, friendship and respect, it demonstrates the values shared throughout our city.

To all our Hindu community across the world, I wish you all a very joyous and uplifting festival.

Best wishes

Mharen

The Right Hon. The Lord Provost of Glasgow Cllr Jacqueline McLaren

Glasgow City Council, City Chambers, Glasgow, G2 1DU Telephone: 0141 287 0223





#### Councillor Lorraine Cameron Provost of Renfrewshire







To Whom It May Concern

It is a great honour for me to once again welcome this festival to Paisley.

In the beautiful Coats Memorial Church, we will celebrate Indian culture and hope to meet people from diverse backgrounds who are taking part in this piece of traditional history.

I would urge as many people as possible to go along and witness this wonderful spectacle and revel in its cultural and colourful display.

Kind regards

Councillor Lorraine Cameron Provost of Renfrewshire











Provost Mary Montague said: "Durga Puja is one of the greatest festivals in India for Hindus and celebrated all over the world by the Hindu community. It's a time to pay homage to the Hindu goddess Durga, for people to get together and also enjoy a reunion with family and friends.

"It is fantastic celebration of honouring the victory of good over evil or light over darkness and a reminder that we should always follow the right path.

"The festival is all about positivity and good energy and essentially a festival of happiness. It's always lovely to see all of the wonderful photographs and vibrant colours of everyone enjoying themselves.

"I would like to express my best wishes to everyone celebrating throughout this special time and I hope for peace and prosperity throughout the entire year. Have a happy Duga Puja!"

Mary Montague
Provost of East Renfrewshire









#### **OUR SERVICES**

- ✓ Residential Mortgages
- ✓ First Time Buyer Mortgages
- ✓ Buy to Let Mortgages
- ✓ Limited Company Buy to Let Mortgages
- ✓ Specialist Mortgage
- ✓ Expat and Foreign National Mortgages
- ✓ Bridging Loans
- ✓ Commercial Mortgages
- ✓ Development Finance
- ✓ Refurbishment Finance
- ✓ Second Charge Mortgage
- ✓ Asset and Invoice Finance
- ✓ Later Life Lending
- ✓ Mortgage and Insurance Protection

**Get In Touch** 07494 714 915

ankita@ourmortgagebroker.co.uk www.ourmortgagebroker.co.uk

Our Mortgage Broker Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority, FCA number 9446. Our Mortgage Broker Limited is registered in England and Wales, registration number 11358644.









## **Disclaimer**

The views, opinions, and content expressed in this magazine are solely those of the individual authors and do not necessarily reflect the views or policies of the magazine's editorial team, publisher, or any affiliated organizations. Authors are responsible for the accuracy, legality, and originality of their contributions, including but not limited to text, images, and any other material provided. Any disputes, concerns, or inquiries regarding the content of specific articles or features should be directed to the respective authors. The magazine assumes no liability for the content authored by individuals. Readers are encouraged to exercise their own judgement and discretion when consuming the content within this publication.

#### **Editorial Team**

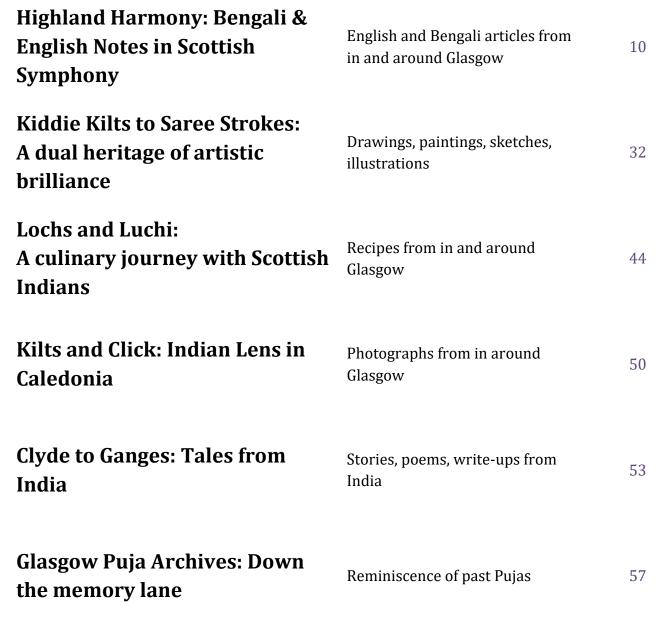
Sunetra Deb Riddhiman Karmakar Arnab Purakayestha







## **Contents**









A lifetime of love, a moment of magic - by Malini Chakrabarty

# Highland Harmony:

Bengali & English Notes in Scottish Symphony

### দুগ্লা-দুগ্লা বাবুলায়েব মুখোপাধ্যায়

পরাণ'দা বৌদিকে নিয়ে প্রথমবার বিদেশে চলেছেন - মেয়ে আর জামাইয়ের কাছে। সদ্যোজাত নাতির মুখ দেখবেন, অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ম্যানেজারকে রাজি করিয়ে দেড় মাসের ছুটি জোগাড় করেছেন। শুধু নিরাপত্তারক্ষীরা বাণীর গঙ্গাজলের বোতলটা কেড়ে নেওয়ায় মনটা খচখচ করছে। আর ঘোষ পাড়ার ক্লাবের পূজো ছেড়ে কখনও বাইরে থাকেননি; যাহোক, বিলেতে নাতির মুখ দর্শন বলে কথা। প্লেনে উঠে মেয়েকে মেসেজ করে ছিলেন, পাশে দেখলেন বাণী দুর্গানাম জপ করছেন। বাণী ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন পূজোয় আর বিদেশে যাবেন না।

करेलि कार्य "बक टाघ घटाचीत" । (व वाहेरव स्टेंट

হুইস্কি আর "লক নেস মনস্টার" - এর বাইরে স্কটল্যান্ড সম্বন্ধে পরাণদার ধারণা খুবই সীমিত। গ্লাসগোয় অবতরণের পর সাহেবরা কি বলছে বুঝতে বেশ হিমসিম খেলেন। এমন ইংরাজী তো ডিসকভারি চ্যানেলে শোনেননি। যাহোক বিমানবন্দরের বাইরে এসে রাখী আর জয়ন্তকে দেখে বড় স্বস্তি পেলেন দুজনে। দু'বছর পর দেখলেন মেয়েকে - বিয়ের দু মাসের মাথায় চলে এসেছিল যে।- ওদের গাড়ীতে চেপে আধ ঘন্টার মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছলেন। শুধু দেখলেন সারা রাস্তায় কেউ একবারও হর্ণ বাজান না - কেমন শব্দহীন লাগল শহরটাকে। নাতির সবে চারমাস পূর্ণ হয়েছে। প্রথম দর্শনেই সে যে মুচকি হাসিটা দিল - পরাণ আর বাণী এক লহমাতেই হৃদ বন্দী হয়ে গেলেন।

আদর করে দুজনে নাতিকে নাম দিলেন বাবলু - ডাকনাম। ভালোই কাটলো হপ্তা দুয়েক। ঠারেটোরে এও বুঝলেন মেয়ে আপাতত: এখানের চাকরিতেই সুখী - পাকাপাকি বন্দোবস্তের কথা ভাবছে। তবু মনটা একটু ব্যাকূল হয়ে উঠল মহালয়ার আগের দিন; কলকাতার কথা মনে পড়ল। ভোর চারটের বীরেন্দ্র কৃষ্ণের পাঠ মনে কোথাও একটা মোচড় দিল। হাতফোনে সেটা সরাসরি শোনা যায় কিনা বাণী বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে জয়ন্ত জানাল পরের দিন সন্ধ্যেবেলা ওরা সপরিবার যাবে গ্লাসগোর একটা অনুষ্ঠানে। শনিবার বিকেলে যথাসময়ে সবাই মিলে হাজির হলেন একটি বড় হলঘরে। সেখানে প্রায় শ'দুয়েক লোক, বাচ্চা-কাচ্চারা ছোটাছুটি করছে। রাখী ওদের বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।



খানিক বাদেই শুরু হল অনুষ্ঠান। পর্দা সরতে দেখলেন স্টেজভর্তি কলাকুশলী আর এক কোণে দুষ্টু চিথের কচিকাচারা দাঁড়িয়ে। সমবেত কণ্ঠে গান শুরু হতে দুজনেই একটু নড়ে চড়ে বসলেন। কোথা দিয়ে ঘন্টা দেড়েক কেটে গেল বুঝতেই পারলেন না। পরাণ-বাণীর ধারণাই ছিল না এই পান্ডববর্জিত জায়গায় সমগ্র "মহিষাসুর মর্দিনী" হতে পারে। বেশ খানিকটা বিস্ময় আর তুষ্টি মাখানো অনুভূতি নিয়ে রাতে বাড়ি ফিরলেন।

পূজোর কটা দিন সানন্দেই কাটল ওদের। নাতিকে দেখাশোনার ভার দিয়ে রাখী আর জয়ন্ত পূজোর নানা আয়োজনে মেতে উঠল। ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন হল শাস্ত্রমতে, সাবেকি ঢঙে, অনেকের সাথে আলাপ পরিচয় হল। বিরাট পুরানো এক গির্জায় পূজো। পাশ্চাত্য গথিক স্থাপত্যের পটভূমিতে পাঁচ চালার প্রতিমা এক অনবদ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। সকলের কি উৎসাহ!

তিথি মেনেই পাঁচ দিন পূজো, আর পরাণদা হতবাক হয়ে গেলেন যে শয়ে শয়ে দর্শনার্থী সবাইকে পঞ্চপদে বসিয়ে যত্ন করে খাওয়ানো হচ্ছে। এমনটা কখনও কোথাও দেখেননি! পূজোও হল রীতিমত বিধি মেনে - সন্ধিপূজো, হোম, চন্টীপাঠ থেকে পদ্মফুলের যোগাড় - কিছুই বাদ গেল না। নবমীর রাতে শুয়ে বাণীকে বললেন – ঘোষপাড়ায় পূজো কেমন হল কে জানে? ভুলেই গিয়েছিলেন ক'দিন, বাণী বললেন দশমীতে উনি "মা" কে বরণ করবেন।

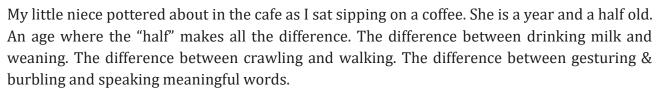
আগামীকাল পরাণদা আর বাণী দেশে ফিরছেন। বিমানবন্দরে রাখী-বাণী দুজনের চোখই ছলছলে। বাবলুকে জড়িয়ে নীরবে আদর করলেন অনেকক্ষণ পরাণদা, প্লেনে উঠে জানলার কাঁচ দিয়ে দেখলেন দূরের ধূসর পাহাড়গুলোকে। ভাইপো মেসেজ পাঠিয়েছে যে দমদমে গাড়ি থাকবে, আর তারপর দিন শাহরুক খানের নতুন সিনেমার টিকিট কাটা আছে। বাণীকে জিজ্ঞেস করলেন - পরের বছর আসবে তো? মুচকি হেসে বাণী বললেন দুগ্গা দুগ্গা।











Rituparna Kole

She is at that beautiful age where everything is new and fantastical, but her memory and recollection are short enough for these little things to be exciting over and over again like a first time experience.

She peeped through the window at her beloved cousin as he tried to concentrate on his swimming lesson. She giggled and clapped as he discreetly acknowledged her, but gave away his momentary lapse in concentration to his teacher, by pointing and repeating his name.

She walked up to a boy much older than her and just looked at him, perhaps expecting him to say hello. On not getting a reaction she lost interest and moved on.

She walked along and touched all the lights on the counter pressing her nose on them as if to imbibe some sort of superpower.

She babbled to herself pointing, touching, observing and listening. Every action seemed to be very important. The purpose of which only she knew.

She stumbled and fell and rolled around a little on the floor like it was a perfectly natural thing to do. Then she confidently got up again and gave me a cheeky grin and tried to escape from the building with a mad dash for the door.

I dropped my book and hurtled after her as she bolted with the speed that only a toddler can achieve.

As I finally caught her, outside the cafe, I gently steered her back inside, all too wary that given half a chance, she would dash out again!

As we walked back, an elderly lady walked in and took a seat. She looked at my niece, over the rim of her glasses and smiled.

I watched them both, like they were frozen in time and wondered what my niece was thinking. She stared, like she was reading every wrinkle on the lady's face and trying to decipher the wisdom in the silver strands of her hair.

It always fascinates me how physically everything changes as we age but the windows to our soul, our eyes remain the same.

Watching them, conjured up a memory which is very dear to me. I remember when I first took my son to India. He was 5 months old. He was so tired after the long flight, nobody could console him. He cried and cried as he was passed between my mother, father and I.







My grandmother heard the commotion and called me over and said "Urgh... you are all useless! Lay the boy next to me!" We were all skeptical because by this time he was hysterical and my grandmother frail in body.

I put him beside her, ready to retrieve him if all hell broke loose, but on the contrary, he calmed the moment she put her soft wrinkled hand on his heart and looked him deeply in the eyes with a smile. He looked up at her mesmerized as if she had cast a magic spell.

There is definitely something to say for experience and wisdom. And when it collides with the innocent curiosity of a child it is pure magic.

In the same way as my niece and the lady looked across at each other, the world around them seemed to melt away. To them, nothing else mattered. A beautiful exchange of smiles and gestures, expressions & monosyllables, peekaboos & rhymes, all topped off with magic sprinkles.....







#### আমার চোখে শংকর

#### ডাঃ পাঞ্চজন্য ঘটক



২০০৫ সালের জুলাই বা অগাস্ট মাসের এক গুমোট সন্ধ্যা | আকাশে মেঘ দলা পাকিয়ে আছে | বৃষ্টি হবো হবো করেও হচ্ছে না | দুরু-দুরু বুকে বন্ডেল গেটের কাছে একটি ফ্ল্যাটের দোতলার দরজার সামনে দাঁড়ালাম | বেল টেপার কয়েক মুহূর্ত পর দরজা খুলে যে মানুষটিকে দেখতে পেলাম, তাঁর সামনে কখনো এভাবে দাঁড়াতে পারবা,আগে ভাবি নি |

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় ও মহান লেখক ততক্ষনে তাঁর স্নেহ মাখানো গলায় আমাকে ডাকছেন - ' আরে, এসো এসো | তুমি তো কলকাতাতেও বিলেতি টাইম মতো চলো দেখি |' ছোট বসার ঘর জুড়ে বই | এই ঘরে বসেই উনি লেখেন | একদিকে দুটি চেয়ারের একটিতে বসলেন উনি | ঘরের মাঝখানে একটি সেন্টার টেবিল | তার অন্যদিকে আরেকটি চেয়ারে বসতে বললেন আমাকে | বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন | ওঁকে বললেন - 'আমাদের জলখাবারটা দিয়ে যাও এবার ' |

আমার নরেন্দ্রপুরের প্রথম দিনের বন্ধু দীপ্র ঝা 'Music World ' এর প্রথম জেনারেল ম্যানেজার ছিল | সেই সূত্রে ওর শংকরের সঙ্গে পরিচয় | শংকর RPG গ্রুপের দায়িত্বশীল পদে থাকার সুবাদে | দীপ্র আমার কথা ওঁকে কোনো সময়ে বলে | তাতে উনি আমার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন | এই সূত্রেই ওঁর বাড়ি যাওয়া | এতো বড়ো সাহিত্যিকের উল্টোদিকে বসে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো সুযোগই পেলাম না | মনে হলো কতদিনের পরিচিতি ওঁর সঙ্গে | কথা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের ভেতর বৌদি আমাদের প্লেট ভর্তি ধবধবে সাদা লুচি আর গাঢ় সোনালী হলুদ ছোলার ডাল দিয়ে গেলেন | খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে নানা বিষয়ে কথা বলছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক।

বাঙালিদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলার সময় একটা ব্যাপার মাথায় ঘুরঘুর করে | কি বলে ডাকবো এঁকে ? কাকু-কাকি, জেঠু-জেঠি , মেসো-মাসি, নাকি দাদা - বৌদি ? আমার একটা সোজা হিসেবে আছে - আমার সঙ্গে সরাসরি যাঁদের সঙ্গে আলাপ আর যাঁরা আমার চেয়ে বয়েসে বড়ো –



তাঁদের আমি দাদা বা দিদি বলি | যাঁদের সঙ্গে আমার বাবা বা মায়ের সূত্রে আলাপ - তাঁদের জন্য তোলাৰি থাকে অন্য গুরু-গন্ডীর ডাকগুলো | এই সূত্রানুযায়ী আমি শঙ্করকে প্রথম দিন থেকে ' দাদা' বলে ডাকি| অমায়িক, স্নেহশীল মানুষটির জন্য গুরুগন্ডীর কোনো ডাক হলে বেমানান লাগতো |

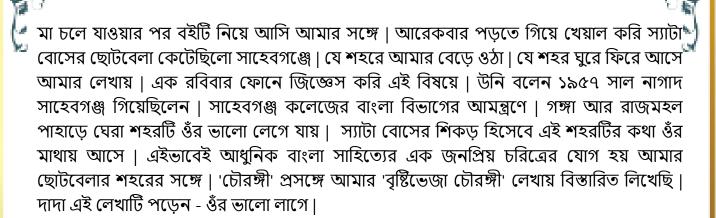
দাদা নিজের কথা কমই বলেন | আমার কথা, আমার কাজের কথা জানতে চান সেই প্রথম দিন থেকে| সারা পৃথিবীর সেরা বাঙালিদের সঙ্গে দাদার পরিচয় আছে | তার ভেতরে আমার মতো নগণ্য মানুষের কথা জানতে চান | খুব ভালো লাগে | ইংলিশে একেই বলে ' feeling valued ' | শোনেন না শুধু মনেও রাখেন | প্রত্যেক বছর কলকাতা গেলে ওঁর সঙ্গে দেখা করি | কখনো ওঁর বাড়িতে | কখনো ভিক্টোরিয়া হাউসে ওঁর বিরাট অফিসে | খেয়াল করি, আমার আগের বলা কথা সব মনে রাখেন | সেই প্রসঙ্গে কথা বলেন | আরো জানতে চান | আমার স্ত্রী বৈশালী আর ছেলে প্রায়ামের সঙ্গেও তাদের মতো করে কথা বলেন |

আমিও জানতে চাই ওঁর লেখা, কাজ , জীবন, ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে নানা কথা | খোলামনে সব কিছু বলেন উনি | কোনো রাখঢাক ছাড়াই | তবে কারো প্রতি কোনো উন্মা বা বৈরীভাব প্রকাশ করতে শুনিনি কখনো | অসাধারণ ধীশক্তি ওঁর | আশি পেরিয়েছে অনেকদিন - স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর | কিন্তু অদ্ভূত এক সারল্য | চকোলেট খেতে খুব ভালোবাসেন | আমি প্রতিবছর ওঁর জন্য ভালো সুইস চকোলেট নিয়ে যাই | আর বিলেতের কিছু পত্র - পত্রিকা | ভিক্টোরিয়া হাউসের অফিসে ঢোকার মুখে ওঁর সেক্রেটারি আমাকে দেখেই মিষ্টি হেসে বলেন - ' ভেতরে যান | আপনার জন্যই wait করছেন |

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সেই উষ্ণ কাছে আসার আহ্বান | ইন্টারকমে সেক্রেটারিকে বলা - ' এখন ঘন্টা তিনেক কেউ যেন না আসে | আর ফোনও একদম ইমার্জেন্সি ছাড়া পাঠিও না | আর দু কাপ কফি দিয়ে যেও |' শুরু হতো গল্প | আমাদের কিছু shared interests আছে | একজন Psychiatrist হিসেবে বুঝি - দুজন ভিন্ন প্রান্তের মানুষকেও কাছে আসতে সাহায্য করে এই shared interests | আমাদের shared interests এর তালিকায় আছে - ঠাকুর-মা-স্বামীজী, পুরোনো কলকাতা, বাংলা সাহিত্য ও সিনেমা, বৃটিশ ঔপনবেশিক ইতিহাস | এইসব বিষয়ে কথা হয় | আমি ওঁর লেখা নিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করি | উনি বুঝিয়ে দেন খুব সহজ করে | বলেন ওঁর কালজয়ী লেখা নিয়ে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

ওঠার মুখে প্রতিবার ওঁর লেখা একটি বই উপহার দেন | কিছু কথা লিখে | সই করে | বছর এগারো আগে এমনি এক উঠে আসার মুহূর্তে দাদা জিজ্ঞেস করেন - 'তোমাকে এবার কোন বইটা দিই বলোতো' ? আমার মা তখন গুরুতর অসুস্থ এক কালরোগে | ডাক্তার হিসেবে বুঝতাম খেলাশেষের বাঁশি খুব দূরে নয় | মা বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন | আমি দাদাকে বলি - ' আমার মায়ের ( পাঞ্চালী ঘটক ) জন্য 'টোরঙ্গী' উপন্যাস দিলে খুব ভালো লাগবে ' | দাদার নিজের সই করা 'টোরঙ্গী' উপন্যাসটি পেয়ে মায়ের খুব ভালো লেগেছিলো | জীবনের শেষ কয়েকটা মাস মায়ের বিরাট পাওয়া ছিল এই বইটি।





২০২১ সালের ১৮ ই মার্চ শংকরকে একাডেমী পুরস্কার দেওয়া হয় | সাহিত্যিক শংকরের মূল্যায়ন করবো - এমন স্পর্ধা বা ধৃষ্টতা আমার নেই | এই লেখাটি একান্তই আমার নিজস্ব প্রতিফলন গত ১৮ বছরে যেই মেহ ওঁর কাছ থেকে পেয়ে এসেছি, তার | উনি একাডেমি পুরস্কার এতদিন পান নি - এই আক্ষেপ কোনোদিন ওঁর মুখে শুনিনি | আসলে ওঁর কাছে কোনো আক্ষেপই কোনোদিন শুনিনি | খুব অল্পতে খুশি | ২০১৯ সালে কলকাতার শেরিফ মনোনীত হন শংকর | খুব খুশি হন এতে | acceptance speech আমাকে ইমেইল করেন | ২০২০র ফেব্রুয়ারি মাসে দেখা করি ওঁর সঙ্গে | কয়েক বছর ধরে আর চকোলেট নিয়ে যাই না | ওঁর শরীরের জন্য | গত বছর একটি পার্কার কলমে ওঁর নাম engrave করে নিয়ে যাই | খুব খুশি হন | বলেন আমি এই কলম দিয়ে লিখবো | আমার জীবনে অল্প কিছু গর্ববোধের ভেতর এটি জ্বলজ্বল করবে |

একাডেমি পুরস্কার কারা দেন, কেন দেন - আমার পরিষ্কার ধারণা নেই | এটুকু বুঝি কখনো কখনো একটি পুরস্কার বেশি সম্মানিত হয়, পুরস্কৃতের চেয়ে | শংকরের একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্তি তারই পুনরাবৃত্তি ঘটালো | ওঁর সাহিত্যরচনা সময়ের গণ্ডী ছাড়িয়েছে বহুদিন | উনি শতায়ু হন - এই কামনা করি |

লেখক উত্তর ইংল্যান্ডের লিঙ্কনে থাকেন | পেশায় সাইকিয়াট্রিস্ট | অবসর সময়ে লেখালেখি, অভিনয় করেন |

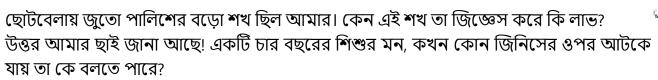






# জুতো পালিশ

#### অরুনাভ ঘোষ-রায়



সকাল বেলায় এক-একদিন যখন মাসির হাত ধরে খড়দহ স্টেশনে যেতাম, তখন মূল আকর্ষণ ছিল টিকিট কাউন্টারের পাশে বসা দুটি বারো-চোদ্দ বছরের ছেলের জুতো পালিশের কেরামতি দেখার। "পালিশ বাবু? বাবু পালিশ?" - এই ডাকটার মধ্যে এমন একটা সম্মানীয় আকর্ষণ ছিল, যে না জানি কত সাধারণ কেরানি বাবু নিজেকে থানার দারোগা মনে করে, গান্ডীর্যের সাথে তাদের বাক্সের পাদানিতে পা দিয়েছে।

আর তারপর শুরু হতো তাদের হাতের জাদু। বাক্সের ওপর আঙ্গুল ছুঁয়ে, ভগবানের উদ্দেশ্যে একটি ভক্তিভরা প্রণাম ঠুকে, পুরানো একটি দাঁত-ঝরে যাওয়া ব্রাশ দিয়ে প্রথমে হতো জুতোর ময়লা সাফ। শুকনো ময়লা, ধুলো আরকি। হাত চলতো যেন রেলগাড়ির চাকা! ট্রেন ছুটলে পর চাকা যেমন ঝাপসা হয়ে আসে, তাদের হাত, ও মুঠোয় ধরা ব্রাশ-ও নিমেষের মধ্যে ঝাপসা হয়ে যেত। একটা জুতো হয়ে যাওয়ার পর, ব্রাশ দিয়ে বাক্সের কোনে ঠকঠক করে টোকা দিয়ে জানান দিতো যে এবার অন্য জুতোর পালা।

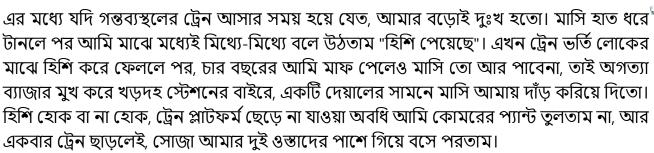
ধুলো ঝাড়ার পর জুতোয় পরতো কালি। চ্যাপ্টা, গোল ও গোটা চারেক তোবড়ানো লুচির সমান উঁচু, একটি টিনের ডাব্বা ভরা কালি। টিনের ঢাকনার ওপর সাদা ও লাল রঙের কারুকার্য। এই কালির কৌটোগুলো যে কোন দোকানে পাওয়া যেত, তা ভগবানই জানেন। আরেকটু বড়ো হওয়ার পর, যখন জুতো পালিশটাকে নিজের ভবিষ্যতের জীবিকা মনে করে মনোযোগ দিয়ে সাধনা শুরু করেছিলাম, তখন সাধ্য মতন এই কালির অনেক খোঁজ করেছি...কোথাও পাইনি।

ছেলে দুটো কিন্তু কালি লাগাতো অল্পই। কালির জন্য অন্য ব্রাশ। ব্রাশের ডগায় অতি সামান্য একটু কালি নিয়ে জুতোর নানান জায়গায় অল্প করে ছুঁয়ে দিয়ে, একবার ডান হাত দিয়ে একটা জবরদস্ত পালিশ, আর তারপর বাঁ হাত দিয়ে আরেকটা। একজোড়া পুরোনো, ধুলোয় মোড়া জুতো, কেমন হাতের এক একটা টানেতে জেল্লা অর্জন করে, তা আমার কাছে ছিল এক অভাবনীয় ব্যাপার।

উনআশি সাল। জুতো পালিশ করে এই দুজন সামান্য কি পেতো জানিনা, কিন্তু কাজে তাদের কোনো ফাঁকি নেই। কালি লাগানোর পালা শেষ হলে পর জিজ্ঞেস করতো "বাবু কিরিম (ক্রিম) দিবো?" যে বাবুর ট্রেন আসার এখনো ঢের দেরি, সে হয়তো মাথা নেড়ে সম্মতি দিলো, আর ওই ছেলেগুলোর আনন্দের সাথে সাথে আমারও যে কি আনন্দ হতো তা আর এখন কি করে বোঝাই। আমিও তাদের পাশে উবু হয়ে বসে পরতাম, পালিশের শেষ কীর্তি দেখার জন্য।







ওদের ক্রিম থাকতো একটা সাদা প্লাস্টিকের বোতলে। আঙুলে বেশ কিছুটা নিয়ে দুই জুতোয় লাগিয়ে দিতো। তারপর ব্রাশ ছেড়ে, গলায় পেঁচানো একটা নোংরা ন্যাকড়ার দুই কোন দুই হাতে নিয়ে, মাঝের অংশটা দিয়ে জুতোর ওপর মিনিটখানেক ঘষার পর, সে জুতো হয়ে উঠতো একেবারে নতুন। ঝকঝকে তকতকে যাকে বলে। আমার ভীষণ ভালো লাগতো জুতোর এমন রূপান্তর দেখে।

বাবুদের পয়সা দেওয়ার সময় তাদের মুখের দিকে চাইতাম....তারাও খুশি তো এমন নতুন জুতো পেয়ে? কিন্তু তাদের ভাবলেশহীন মুখ ও পয়সা দেওয়ার ভঙ্গি দেখে কেমন যেন একটু কন্টই হতো।

একদিন মনে পরে, পালিশের সময় আমি বুকের কাছে হাত জড়ো করে উবু হয়ে বসে মন দিয়ে আমার ওস্তাদদের কাজ দেখছি। কালি সবে লাগানো শেষ হয়েছে, আর অমনি আমি সাহস করে মিহি গলায় বলে উঠলাম "বাবু কিরিম?" বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাবুর গিন্নি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফিক করে হেসে ফেললেন, কিন্তু আমার মাসি কেন রাগ করে আমায় সেখান থেকে টেনে নিয়ে চলে গেলো, তা আমার তখনকার কচি মন, বুঝে উঠতে পারেনি।









### মর্ত্য যাত্রা ঋদ্ধিমান কর্মকার

কৈলাসটা সকাল থেকেই ভীষন সরগরম। ব্যস্ত সবাই ব্যাগ গোছাতে, সময় বডই কম। রাত পোহালেই পূজো শুরু. যেতে হবে যে মর্ত্যে। গনেশ বাবু খুঁজছে বাহন, ব্যাটা ঢুকল যে কোন গর্তে! ভাইটি ওনার খুব সেয়ানা,আর কিছু সে চায়না --সাধ হয়েছে আইফোনের তাই ধরেছেন বায়না। লক্ষী-সরো ব্যস্ত ভারী. শেষ করতে শপিং। থিমের সাথে সাজতে হবে - বিফোর দ্য প্যান্ডেল হপিং। সবকটা কে সামলে নিয়ে, চললেন মা সাজতে। ভোলানাথকে বলেও দিলেন ট্যাক্সিটি বক রাখতে। দশটি হাতে গয়না পরে, দশ মিনিটেই তৈরী। হাঁক পাডলেন "আয়রে সবাই. হচ্ছে কেন দেরী"। অসরটা যে কাটল কোথায়. দেবে নাকি সে ফাঁকি! ঠিক তখনই দেখতে পেলেন মহিষ ব্যাটার উঁকি। তখন বাবা নেশার ঘোরে এমনি ছিল জব্দ. চুপটি করে থাকল বসে, করলনা টুঁ শব্দ! সবাই যখন তৈরী হয়ে, দাঁডাল দরজায়, কোথায় গাড়ী? রাস্তা খালি, যেদিকে দু-চোখ যায়। এসব দেখে সবাই মিলে ছুটল বাবার পানে। আপনি বলুন, কেমন করে পৌঁছবো এ-ক্ষনে! মুচকি হেসে বলেন ভোলা, শুনো দিয়া মন, দেখেছ পাঁজি? উমার এবার ঘোটকে আগমন।







### **Bong Connection in Glasgow**

Late Brigadier Tushar K. Gupta From the Archives



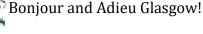
Scotland remains our favourite holiday destination outside India, not just because our daughter lives here with her family, but also because of the Scottish people. Their warmth more than makes up for the weather, and the friends we have made here over the years, make us look forward to our visits here with a lot of eager anticipation.

This was our third visit to Glasgow, and this time we were welcomed by our Indian flag flying proudly on the lawns next door - we later learnt that Anjana's neighbours had hoisted it that morning as a gesture of welcome to this old Indian couple from Kolkata. We were so touched by this show of friendship and are proud that she has chosen to make Scotland her home along with her family.

The last time we were here, the local Bengalis had organised a coach trip to the Highlands, which we were lucky enough to join. We understood that the trip had been sponsored and subsidised by the Scottish government as a gesture of goodwill for the minority community. It was a joyous and hilarious trip peppered with 'luchi-aloordum' and rabindrasangeet in equal doses. Everyone sang everything with great gusto, from the latest Hindi movie songs to Pankaj Mullick, without any regard to the tunes. This time round we got to meet the Bengalis more often and were overwhelmed by their hospitality and their willingness to embrace newcomers and ever expand their circle.

The Bengali community at Glasgow are mostly professionals- engineers, doctors, teachers and IT specialists. What is so striking about them is that they are proud to be Scottish citizens without forgetting their Bengali culture and heritage. They have not cocooned themselves in closed islands, and have been accepted by the local communities without any reservations. They have managed to retain their own identity within an overall Scottish ambience. They have adopted all local festivals like Christmas, Halloween, etc and also continue to enjoy and celebrate Durga Puja, Laxmi Puja, Kali Puja and Saraswati Puja (I believe my granddaughter gets more out of these festivals here than my other grandchildren do in Delhi). I believe that these festivities are visited and encouraged by local Scottish people. The homes that we visited proudly display both western and eastern decorations... it is truly the best of both worlds that this community is enriching itself with!

Sadly, we have to leave Glasgow to go back to Kolkata, but we leave a part of ourselves back with our children here, and all the wonderful friends we have made. We may not be able to reciprocate the Scottish level of hospitality, but we do hope to stay in touch. Here's hoping that they would visit us in Kolkata and enable us to maintain our own Bong Connection.







# Experience in Eden Gardens, Kolkata during a match from the Indian Premier League (IPL)

Aaditya Bhattacharjee



During Easter, I along with some of my cousins visited the Eden Gardens in Kolkata to watch an IPL match. IPL is one of the biggest cricket tournaments in the world. We saw Kolkata Knight Riders playing against Royal Challengers Bangalore, which the Kolkata Knight Riders went on to win. This was my second visit to Eden Gardens, India's oldest stadium, established in 1864, making it 159 years old. It is the third largest in the world, with a seating capacity of almost 70,000 people.

The stadium looked like a sea of purple; knight rider flags were flying in the air, and the atmosphere was great. When Kolkata players hit boundaries or took wickets, there would be loud music, and they would have a giant purple flag flying around, and everyone else had a miniature purple flag, which they would wave. The atmosphere there was electric. It was a unique experience for me, and I enjoyed it tremendously. I hope to get back to another experience soon.



# পুরনো সেই দিনের কথা

মৃদুলা চক্রবর্তী

গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ দিকে আমি যখন গ্লাসগোতে আসলাম, তখন পরিচিত বলে আমাদের কেউ ছিল না। আমি তখন সবে Strathclyde University তে এম.এস.সি করতে শুরু করেছি। আমার দৈনন্দিন জীবন ছিল অতি সাধারণ - সকালে ইউনিভার্সিটি যাওয়া আর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে রান্না-বান্না করা। সপ্তাহান্তে বিশেষ কোথাও যাওয়া হতো না। নিজেদের মধ্যেই থাকতাম। গ্লাসগোতে বাঙালিদের মধ্যে কোনো সমিতি বা ঐরকম কিছু ছিল না। তখন অনেক ভারতীয় ছাত্র এখানকার ইউনিভার্সিটি তে পড়তে আসত। ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ছিল Indian Student Union, যা ছিল এখানকার Glasgow আর Strathclyde University-র affiliated একটি সংস্থা। Indian Student Union সারা বছরে দুটো programme করতো, তাতে সবসাধারণের আসার অনুমতি ছিল। এক Festival Of India আর দুই সরস্বতী পূঁজা। Festival Of India প্রতি বছর হতো না, তবে সরস্বতী পূজা প্রতি বছর হতো। কাউকে চিনি না। তাও একবার, যতদুর মনে পডছে ১৯৭০ সালে, সরস্বতী পুজোতে চলে গেলাম। সেখানে দেখলাম অনেক লোক, তার মধ্যে বাঙালিরাই বেশি। অনেক বাঙালি পরিবারের সাথে আলাপ হলো। আর সেই হলো সত্রপাত। দৈনন্দিন জীবন একট বদল হলো। Weekend এ আর বাডিতে বসে থাকতাম না। পরস্পরের বাড়ি চলে যেতাম, আর সেখানে সন্ধেটা কাটিয়ে রাত্রিবেলা ফিরে আসতাম। এই ভাবেই চলছিল, ব্যাতিক্রম হলো একদিন। কানুদা ( ব্রজগোপাল বর্মন রায় ) নামে এক ভদ্রলোক হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ি এলেন। উনি খুব গান বাজনা ভালো বাসতেন। কথায় কথায় বললেন যে নবপ্রজন্মের কাছে বাঙালি সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যদি গ্লাসগোতে এরকম একটা সমিতি থাকে, যেখানে আমাদের সংস্কৃতি র চুচা থাকবে , তাহলে নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙালি সংস্কৃতিকে আমরা ধরে রাখতে পারবো। উনি আমাদের অভিমত চাইলেন। অনেক আলোচনার পরে ঠিক হলো যে এরকম একটা সমিতি হলে ভালোই হয়। সেই শুরু। উনি উঠে পরে লাগলেন। সেই সময় তাঁকে যারা সহযোগিতা করেছিলেন তাঁরা হলেন - কল্যাণ কুমার বসু , শিবদাস চক্রবর্তী , গোপীনাথ সেন, গুরুদাস বিশ্বাস, প্রতিমা সেনগুপ্ত, অশোক চক্রবর্তী।

কানুদা নিজের বাড়িতে মিটিং ডাকলেন। অনেক বাঙালি পরিবারকে সেই মিটিং এ আসতে অনুরোধ করলেন। তারপর ২৯, সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে জন্ম নিলো - বঙ্গীয় সংস্কৃতিক পরিষদ। বঙ্গীয় সংস্কৃতিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা তখন ছিল মাত্র তিরিশ জন। আমার মনে পরে কত সীমিত অর্থবল নিয়ে

আমরা এই সংস্থার গোড়াপত্তন করেছিলাম। বার্ষিক চাঁদার পরিমান ছিল এক পাউন্ড করে। বছরে চার-পাঁচটার বেশি অনুষ্ঠান করতে পারতাম না।

তবে প্রথম বছরটা একটু অন্যরকম ছিল। প্রথম বছরে প্রধান কাজ ছিল সংবিধান রচনা করা। বছরের প্রথমে হতো একটা get together, তারপর বিজয়া সম্মিলনী, নববর্ষের অনুষ্ঠান আর পঁচিশে বৈশাখ। এরপর প্রস্তাব এলো দুর্গাপূজা করলে কেমন হয়। কিন্তু ভেবে দেখলাম দুর্গাপূজা করার মতো লোক বা অর্থ কোনোটাই আমাদের নেই। তারপর কেউ বললো দুর্গাপূজা না হোক মহালয়ার অনুষ্ঠান করতে পারি। সেই মহলায়ার যারা অংশগ্রহণ করছিলেন, তারা মৃদুলা চক্রবর্তী এবং প্রতিমা সেনগুপ্তা । কথায় আছে ভালো কাজে কোনো কিছুই বাধা হয় না। আমরা কলকাতা বেতার কেন্দ্রের 'মহিষাসুর মর্দিনী' -র টেপ সংগ্রহ করলাম। সেটাই ব্রিটেন এ সর্বপ্রথম মহিষাসুর মর্দিনী উপস্থাপিত হলো।

ব্রিরপর ১৯৮১ সালে একটা প্লাবন এলো। আমাদের সদস্যরা ঠিক করলেন যে দূর্গাপুজো করবেন। যে কোনো বাধার সামনে নতিম্বীকার করবেন না। এঁদের অন্যতম হলেন - স্বর্গীয় পুলক মুখোপাধ্যায়, দীপেন মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বিশ্বাস, স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অশোক চক্রবর্তী। কিন্তু কোবা কারা, কোন নামে এই দুর্গোৎসবের আয়োজন করবে ? নতুন করে সংবিধান বানাবার সময় না থাকায়, বঙ্গীয় সংস্কৃতিক পরিষদের ব্যানারেই পুজো শুরু হলো। সেই থেকে এভাবেই দূর্গাপুজো হয়ে আসছে গ্লাসগোতে। এখনো এর কোনো পরিবর্তন হয় নি।

### মা অনু সরকার

শক্তি রূপেন সংস্থিতা আজি আসিলে তুমি মাগো এই শারদীয় প্রভাতে ভক্তিভরে পূজিবো তোমায় আমি এই আনন্দ ধামে অঞ্জলি লহো মাগো তোমার চরণে

আছো তুমি কৈলাসে হয়ে মাগো শিবের ঘরণী জানি আমি তুমি মাগো জগতের জননী আমি সাজাবো যে ডালা গাঁথিবে যে মালা পরাবো আমি তোমার গলে অঞ্জলি লহো মাগো তোমার চরণে

সুখ শান্তি দিও মোরে
ভক্তি শক্তি থাকে যেন তোমার শরণে আশীর্বাদ দিও মাগো সকল সন্তানে অঞ্জলি লহো মাগো তোমার চরণে অঞ্জলি লহো মাগো তোমার চরণে





#### **Pujo Piece**

Anuradha Roy

I'm not going to lie, to add some context to this piece, I googled "folks tales about how to" stop fighting". Nothing impressive appeared on the internet so I let it be. You may now think, ah! How odd! A pujo piece about fighting? Well, pujo is a time for community. For coming together, eating together, laughing together. However, the overarching theme I see all around our community is fighting. Now don't get me wrong, it isn't Mahabharata taking place in Glasgow. No swords or chariots blazing towards each other. The swords are carried in little conversations, in snide remarks, in jabs, cumulatively ripping the fabric that binds us, thread by thread. I am purposely a little aloof from the community, my parents are a part of it but I weave in and out of it, having grown up here for a while. My first pujo away from Kolkata as a 17 year old was dismal. A cloudy, cold Glaswegian shoshthi, yet I sulked as most teenagers do, put on a salwar and went to Couper with my family. But I am always in awe of the warmth we bring to each other, the sweetest "ki re? Bhalo achish toh?"- that made me miss Kolkata a little less. That was almost 10 years ago now, and it's been 10 years of shaaj, ranna, adda, onjoli- all in Glasgow. What I will hold on to is the good will, the smiles from familiar faces who recognise you when the crowd parts, the way we all close our eyes and bow our heads to ask Durga for a better year, a stronger heart. I know tensions run high in our community from time to time, and that's not to say the fighting is invalid. But this pujo, I invite you gently to remember why we celebrate Durga coming home every year- we come together to uphold our common identity as Bengalis, non Bengalis, visiting foreigners and proud locals- to turn our little corner of the world in Glasgow into a safe haven- for sharing, for making memories and being there for one another. Here's to many more years of Pujo in Glasgow, making us all feel like we have a home away from the homes we left many years ago.





## Rationale of Devi Worship in Modern Times

Dr.Rudra Charana Mahapatra

#### Introduction

Civilization has advanced very fast, thanks to the untiring efforts by scientists. No doubt life has turned very cozy and comfortable and man should be now happier than in earlier centuries. But it is seen to be the contrary. It is found that more and more people are falling prey to despair, distress and disillusion. Depression and other types of psychic disorder have robbed the mental balance of a large chunk of our population. Rabid race for material acquisition as well as unhealthy competition or rivalry etc. have looted the inner composure of man. The pursuit for frivolous unrestrained pleasure through contact with sense objects arising with the mask of happiness has ruined his or her mental peace and tranquility as well as physical wellbeing and also the most precious spiritual aspiration. Bhagavat Gita, the very unique and principal scripture of the Hindus state "how can one get happiness if he has no peace of mind? (ASANTASYA KUTAH SUKHAM?)". But unfortunately to the ignorant the sensual evanescent pleasures masquerade as happiness and delude a person (the joy that one gets through contact of the senses though their objects is womb of future miseries (YEHI SAMSPARSA JA BHOGAH DUKHA YONAYAH EBA TE—Gita). What is the cause of all this and what is the solution of this miserable state of affair? Pondering over the mysteries of creation and developing spiritual aspiration enables a person not only to avail complete and permanent removal of the three fold miseries in life i.e. intrabody ailments (ADHYATMIC), those inflicted by outside agents (ADHIBHAUTIC] and through some supramundane phenomena[ADHIDAIVIC] either to body (VYADHI) or to mind (ADHI) but also attainment of boundless bliss or joyous experience (SUKHAMATYANTIKAM—Gita) for all times in merging with supreme reality or God.

#### SPIRITUAL LEGACY OF INDIA

In ancient India some prodigies with lofty character and intense inquisitive state of mind tried to explore the mystery behind man and his surroundings and in their very exalted state of the meditative state called super consciousness (SAMADHI). They discovered the super sensuous irrefutable truths on man and his destiny, etc. These findings are known as the Book of Knowledge or THE VEDAS. The Vedas are regarded by Hindus as infallible and of Divine origin. Philologists of the world agree that hymns of RIGVEDA are the first recorded compositions of mankind. The first part of this constitutes hymns (MANTRAS) and their recitation with proper intonation are supposed to accrue religious merits (PUNYA). Further their application in varieties of sacrifices are recommended for purpose of material prosperity and desire-fulfilment here and in some other joyful field called heaven (SWARGA). But soon they realized that material prosperity or so-called enjoyment here and hereafter are insignificant as they are bothered with limitedness [ALPA] and are noneternal (ANITYA).

So undaunted, they strived with more and more enthusiasm to penetrate into the hard shell covering the secrets about human destiny and at last merged themselves in universal being. And when they returned from that supreme blissful trance, they outpoured their intuitional discoveries before the disciples. These findings of several Sages (RISHIs) of ancient India at various localities in the cold atmosphere of the Himalayas over a few centuries constitute the content of UPNISHADS. The present-day principal scripture of Hindus BHAGABADGITA embodies the Upanishadic lore unfolded not by some erudite scholars or are the vain babblings of pastoral nomads but the precious unfoldment of our venerable Seers (RISHIS) of yore on our Glorious divine potentiality. The present-day very popular BHAGVATGITA is a simplified concise rendering of the Upanishadic lore retold by Lord Krishna and included by venerable sage Vyasa in his grand epic Mahabharata.

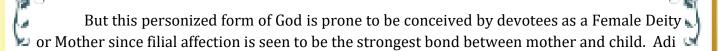
THE METAPHYSICS INDICATED IN UPANISHADIC DECLARATIONS (based on interpretation of Adi Shankaracharya)

The ultimate reality is ever -present pure consciousness (SUDDHA CHAITANYA) a subject-object less entity which is infinite like space and ever immerged in limitless joy and indescribable quiescence or peace. It alone exists in its self-revealing resplendence. Suddenly it probably feels a sort of monotony and becomes proactive. Its inherent power known as MAYA (YOGAMAYA in Gita) acts to hypnotize the souls lying in a sort of suspended animation for trillions of years from God; the absolute associated with its wonderful power MAYA or AVIDYA till now is inactive since the last deluge (PRALAYA) and they are made to think that they are individual egos separate from God. These countless souls are no other than parts (ANSAS) of same universal consciousness (SAT-CHIT-ANANDA) conditioned by individual mental equipment that is manufactured or conjured up by MAYA or PRAKRITI, the extremely powerful instrument of God. This is indicated in Swetaswatara UPANISHAD. God is magician (MAYABI) and external nature is His trick or power of hypnotization (MAYA or PRAKRITI) which operates the VEDIC Doctrine of Karma.

#### DEVI AS THE APROPRIATE MANIFESTATION OF THE ABSOLUTE REALITY

GOD is the source of the insentient world of Nature and He is the Overlord ruling over the trillions of lives (JIVAS). Conventional Religion describes Him as Goodwilling compassionate Father, loving Mother or the strict disciplinarian of JIVAS. God is worshiped as DURGA, VISHNU, SHIVA, GANAPATI or SURYA. However, all these titles again mean only the manifestations of the same Reality in different names and forms attributed by devotees as per their taste (RUCHI).





Shankaracharya recites that a son may be bad, but a mother can never be (KUPUTRA BHABET KASCHIT, KUMATAPI NA BHAVATI). So, it is quite reasonable to worship Him as Goddess Durga.

A very popular religious treatise of the Hindus is DURGA SAPTASATI, the seven hundred verses on the Glory of Durga usually chanted loudly before the image of Durga during the autumnal festival of the Hindus (DUSSEHRA or DURGA PUJA). Brahma, the creator personality of the DIVINE prays Durga as the creator of Himself, Vishnu, and Shiva (VISHNU SHARIRAGRAHANAMAHAMISANA EBA CHA; KARITA YATAH KAH TVAM STOTUM ARHATI). Moreover, the Scripture proclaims that Goddess Durga, the highly powerful hypnotizer (Maya) is none other than EXISTENCE-CONSCIOUSNESS-BLISS-ABSOLUTE (SAT-CHIT-ANANDA), and though formless she assumes a form as concession for Her devotees (SA DEVI MAHAMAYA SATCHIDANANDARUPINI; RUPAM BIBHARTI ARUPA API BHAKTA-ANUGRAHA- HETABE). Thus, it is meet that we observe the ensuing DURGA PUJA Festival with genuine fervour to receive Her grace which may lead us to the Blessed State of Liberated existence in the Divine. OM SHANTI.

#### **Scotland**

Anulekha Mukherjee

I want to hear the pipers pipe
And the breathtaking view I shall try to describe
As I watch babies grow, I see the good deeds that other people show
As I see our national flower, I see it has wondrous power!
Everywhere I go I see beautiful trees and all around them are buzzing bees
We gave so many things like the television and phone
Yes this is our mighty home!









# সর্বজনীন দুর্গা পুজো গ্লাসগো(১৯৮১), স্কটল্যান্ড

দীপেন মুখোপাধ্যায়

আমি স্কটল্যান্ড এর সর্বজনীন দুর্গা পুজোর প্রথম সেক্রেটারি, এটা ঠিক করেছিলেন স্বর্গীয় ডাক্তার পুলক মুখার্জি এবং ডাক্তার সত্য চক্রবর্তী। ওনাদের জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর শুভেচ্ছা। স্কটল্যান্ড এর প্রথম সর্বজনীন দুর্গা পূজো ১৯৮১ সালে বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের প্রচ্ছায়ায়, গ্লাসগোতে শুরু হয়েছিল। যেকোন সামাজিক কাজ করতে গেলে সমাজের লোক নিয়েই করতে হয়, তাই আমরা আপামর জনসাধারণকে এই শুভ সূচনার জন্য, আমাদের কমিটির (১৯৮১) সকলের তরফ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

আর একটা কথা, আমরা, প্রবাসীরা, স্কটল্যান্ড এ থেকে যেভাবে সমস্ত স্কটিশ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের সহযোগিতা পেয়েছি, তা আমাদের দুর্গা পুজোর বিশেষ পাথেও। আমরা যা কিছুই করিনা কেনো, তার আগে একটা ভাবনা থাকে, সেই ভাবনা থেকে আসে পরিকল্পনা। সেটাকে রূপ দিয়ে বাস্তবে আনতে হয়। স্কটল্যান্ড এ দুর্গা পুজো করার ভাবনাটা এসেছিল পুলক দার মাথায়। আমি, সত্য আর পুলক দা Glasgow University র ছাত্র ছাত্রীদের আয়োজিত সরস্বতী পুজোর আরতি দেখছিলাম। আরতি শেষে পুলক দা বললেন, দীপেন, Glasgow তে দুর্গা পুজো করলে কেমন হয়? আমি আর সত্য আমাদের মনের সমস্ত আশা, আকাঙক্ষা, আনন্দ আর প্রেরণা দিয়ে এক কথায় রাজি। পুলক দার brain child আমাদের গর্ভে জন্ম নিলো।

প্রাথমিক দুর্গা পুজো কমিটি –

Head of the committee হিসেবে স্বর্গীয় ডক্টর পুলক মুখার্জি ঠিক করেছিলেন।
চেয়ারম্যান - ডক্টর পুলক মুখার্জি
সেক্রেটারি - ডক্টর দীপেন মুখোপাধ্যায়
ট্রেজারার - স্বর্গীয় সত্যেন মুখার্জি





এখানে একটা কথা বলার দরকার আছে, সেটা হলো, খাতায় কলমে ডক্টর সত্য চক্রবর্তী কে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, তার মানে এই নয় যে ও প্রাথমিক কমিটি তে ছিলো না। ও সবসময় ছিলো। সত্য আমার যমজ ভাইয়ের মতো। ও ছাড়া আমি কিছুই করতে পারতাম না। সত্য ছিলো আমাদের মেরুদণ্ড। পুজোর সব কাজ গুলোকে সঠিক রূপ দিতে ও সবসময় সাহায্য করতো। এরপর পুজো কমিটি পুরো রূপ নিলো।

পুজো কমিটি তে অনেকেরই নাম নেই কিন্তু সমস্ত কাজের মধ্যে তাদের অংশ আছে। সব শেষে আমি 1981 র সর্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটির সকলকে এবং অলিখিত মানুষদের, যারা ছাড়া পুজো সম্ভব হতো না তাদের আর যে ব্যবসায়ীরা জিনিস পত্র দিয়ে বা souvenir এ বিজ্ঞাপন দিয়ে আর্থিক সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। এভাবেই আমাদের এই গ্লাসগো সর্বজনীন দুর্গা পুজো এতদিন হয়ে এসেছে এবং আগামী দিন গুলিতে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে আর তার সাক্ষী নিয়ে তৈরী হবে ইতিহাস।



Painting by Sonia Adhikari





### খোঁজ

#### সুদীপ্ত রয়

কি খুঁজছো কি খুঁজছো মুখটা করে গোল, মনটা আমার নিরুদ্দেশ মাথায় বাজছে ঢোল।

খুঁজছো কেন খুঁজছো কোথায় হাতড়ে ডাইনে বাঁয়ে, বিবেকটাকে পাচ্ছি নাকো এখানে ঐখানে।

আবার দেখি হাতরাচ্ছ দিচ্ছ দেখি হামা, মেরুদন্ড মাটিতে লোটায় হামলে আছে মামা।

বেজায় তুমি ভাবছো এতো টাকটা যাবে বেড়ে, তার চেয়ে তো দিব্বি থাকা চায়ের কাপ টা নিয়ে।

এতেই বরং তুফান তোলো মাতিয়ে ফেলো সঙ্গ, সবাই হবে বড্ড খুশি কতই হবে রঙ্গ।







Painting by Ashmita Ghoshal

# Kiddie Kilts to Sari Strokes:

A Dual Heritage of Artistic Brilliance





Drawing by Aryan Banerjee(Age: 6 yrs)



Painting by Anushree Sinha (Age: 8yrs)







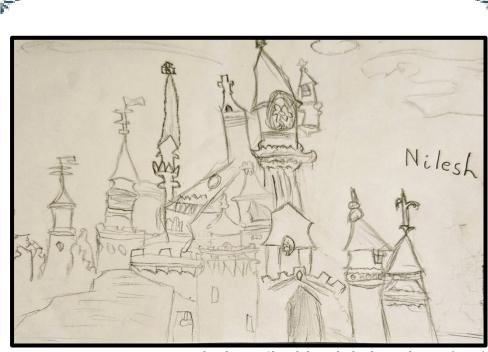
Drawing by Ritanya Karmakar, (Age: 8 yrs)



Drawing by Ankush Chatterjee, (Age: 8 yrs)







Disneyland Paris Sketch by Nilesh Bhattacharjee (8 yrs)



Painting by Radhika Adhikari (9 yrs)







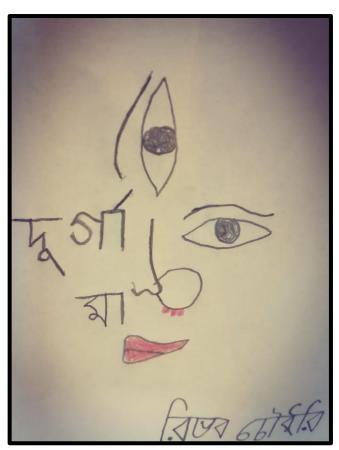
Drawing by Priyoti Guha (Age: 10 yrs)



Drawing by Ishayu Kadam (Age: 8 yrs)







Drawing by Ribhav Choudhury (Age:10 yrs)



Drawing by Aratrika Ghosh (Age: 7 yrs)









Drawing by Aryan Banerjee (Age: 6yrs)



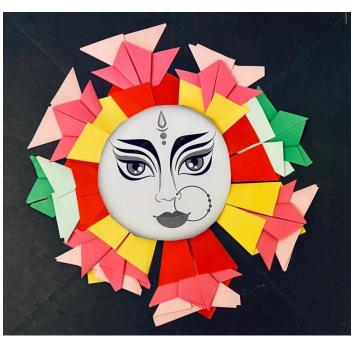
Drawing by Samsthita Bhattacharyya (Age: 6 yrs)







Drawing by Kushagra Pal (Age: 4 yrs)



Drawing by Radhika Adhikari (Age: 9 yrs)







Writing & illustration by Sashreek Dhar (Age: 7yrs)

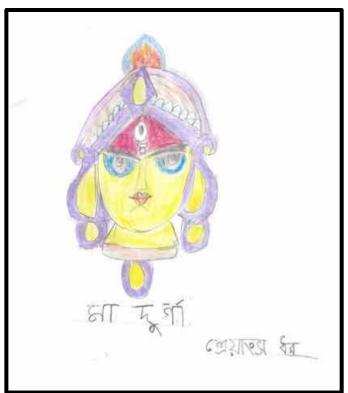


Illustration by Shreyansh Dhar (Age: 7 yrs)





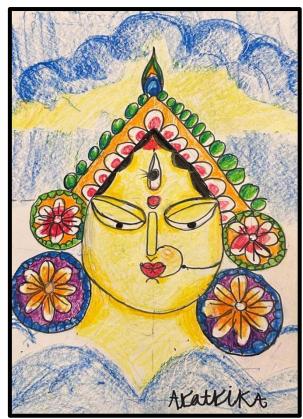


Photo by Aarish Chowdhury (Age: 4yrs)



Sketch by Ahona Routh



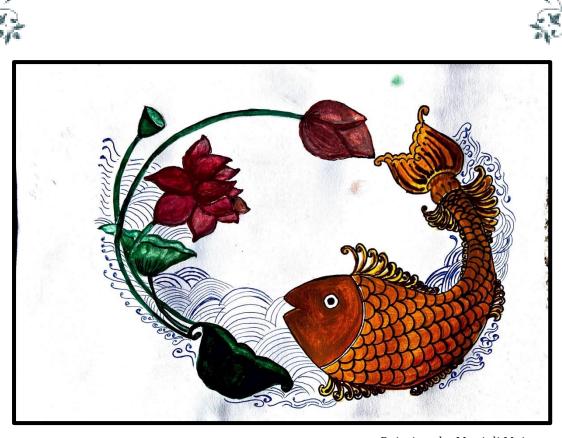


Painting by Aratrika Ghosh (Age: 7 yrs)

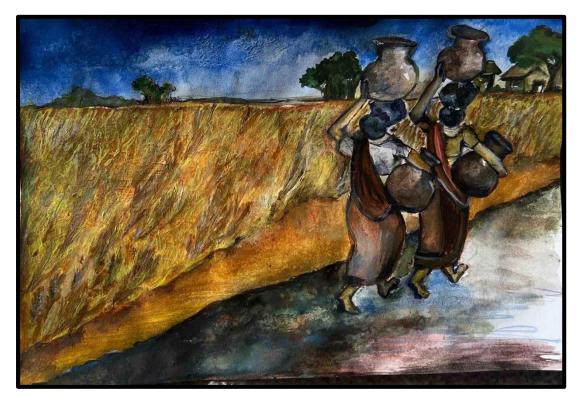


Illustration by Sayanti Mukherjee





Paintings by Manjuli Moitra





Delicious Kebabs from Green Gates, Renfrew Our Gold Sponsor at Glasgow Durgotsav 2023

# Lochs & Luchi:

A culinary journey with Scottish Indians



#### Spicy Indians Style Scotch egg (Starter)

Sonia Adhikari

#### **Ingredients**

Breadcrumbs

5 Eggs (Hard boiled)

500g lamb minced (one packet)

3 Eggs (Beaten)

1 tsp garlic paste

1 tsp ginger paste

1 tsp garam masala

1/2 tsp chilli powder

Salt and pepper according to the taste (for the mince meat)

1 tsp curry powder

Spray veg oil

#### Cooking method

- 1. Mix the lamb mince with garlic paste, ginger paste, chilli powder, powder curry salt, pepper and garam masala. Divide into 5 portions.
- 2. Boil 5 eggs to make it hard boil. Place the eggs into cold water after boiling and remove the egg shells from the egg.
- 3. Preheat oven to 200c/180c Fan/Gas mark 6.
- 4. Beat 3 eggs in a small bowl and place to one side.
- 5. Take your first portion of minced lamb, flatten in your hands and then wrap the lamb mince around the egg until it is fully covered. Repeat with the remaining 4 eggs.
- 6. Spritz a baking pan with spray veg oil.
- 7. Dip each scotch egg into the beaten egg and then roll in the bread crumbs until completely covered. Place each scotch egg onto the baking pan and spray oil on it.
- 8. Place the baking pan into the oven for 20 minutes 180 C (Fan oven) unless golden brown and it is cooked. Adjust the temperature and time of baking according to your oven. Cut into two half or quarter and serve it with mustard sauce or kasundi.









#### Tres leches Cake

Sonia Adhikari This is an exclusive on-line only article

Tres leches cake, also known as "three milk cake," is a popular dessert in Latin American cuisine. It's a sponge or butter cake soaked in a mixture of three different milks: evaporated milk, condensed milk, and whole milk or heavy cream. The cake becomes incredibly moist and rich due to this soaking process. Tres leches cake is typically topped with whipped cream or meringue and can be garnished with fruit.

I was introduced to Tres leches Cake in America and this is the most delicious cake I have ever tasted.



#### **Ingredients:**

#### For the Cake:

1 cup all-purpose flour
1 1/2 teaspoons baking
powder
1/4 teaspoon salt
4 large eggs, separated
1 cup granulated sugar
1/3 cup whole milk
1 teaspoon vanilla extract

## For the Three Milks Mixture:

1 can (14 ounces) sweetened condensed milk 1 can (12 ounces) evaporated milk 1/2 cup whole milk

#### For the Topping:

1 1/2 cups heavy cream3 tablespoons powdered sugar1 teaspoon vanilla extractStrawberry for decoration









- 1. Preheat your oven to 180°C (350°F). Grease and flour a 9x13-inch baking dish.
- 2. In a bowl, sift together the flour, baking powder, and salt.
- 3. In another bowl, beat the egg yolks with 3/4 cup of sugar until they are pale and creamy. Add the milk and vanilla extract and mix until well combined.
- 4. In a separate clean bowl, beat the egg whites until they form stiff peaks. Gradually add the remaining 1/4 cup of sugar and continue to beat until glossy.
- 5. Gently fold the egg yolk mixture into the beaten egg whites. Then, gradually fold in the sifted dry ingredients until just combined. Be gentle to keep the batter airy.
- 6. Pour the cake batter into the prepared baking dish and spread it evenly. Bake in the preheated oven for about 25-30 minutes or until a toothpick inserted into the center comes out clean.
- 7. While the cake is baking, prepare the three milks mixture. In a bowl, combine the sweetened condensed milk, evaporated milk, and whole milk. Mix well.
- 8. Once the cake is done and while it's still warm, poke holes all over the surface using a fork or skewer. Pour the three milks mixture over the cake, allowing it to soak in. Refrigerate the cake for at least 4 hours,
- 9. or preferably overnight.
- 10. Before serving, prepare the topping by whipping the heavy cream with powdered sugar and vanilla extract until stiff peaks form. Spread the whipped cream over the chilled cake. Decorate with strawberries.
- 11. Slice and serve your delicious Tres Leches Cake to enjoy this classic Mexican dessert with a British twist!

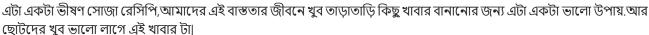






#### চিকেন মোজ্জারেলা পরোটা

মৌমিতা মাহাতো

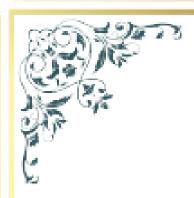


প্রথমে বোনলেস চিকেন গুলো কে ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে.তারপর ওতে পরিমাণ মতো আদা আর রসুনের পেস্ট দিয়ে ওয়েল ফ্রাই করতে হবে এতে পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম কেটে দেওয়া যেতে পারে.আর পরিমাণ মতো লবণ আর ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিতে হবে. এবার এটাকে পাশে রেখে একটা ক্লিন পট এ অল্প একটু তেল দিয়ে বাজারে পাওয়া ফ্রোজেন পরোটা হালকা করে ভেজে ,তাতে চিকেন এর পুর তা দিয়ে , কিছু পরিমাণ মোজারেলা চীজ দিয়ে দিতে হবে.তারপর পরাঠা তাকে ভাঁজ করে এপাশ ওপাশ গরম করতে হবে হালকা হিট এ , যতক্ষণ অবধি চীজ টা গোলে না যাই. একবার চীজ গুলো গলে এটা খাওয়ার জন্য পুরোপুরি তৈরী।

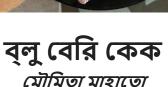












ব্লুবেরি কেক তৈরি করতে হলে প্রথমে আমাদের কেকের বেস টা তৈরি করতে হবে। তৈরির জন্য লাগবে-

- ১ কাপ চিনি
- ১ কাপ ময়দা
- ২৫০ গ্রাম বাটার
- ৩ টি ডিম
- ১ চা চামচ বেকিং পাউডার
- ১ চা চামচ বেকিং সোডা

প্রথমে চিনি আর বাটার টাকে ভালো করে মিশিয়ে ওতে ডিম গুলো দিয়ে দিতে হবে, তারপর ময়দা আর বেকিং পাউডার আর বেকিং সোডা গুলো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে ওতে ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিতে হবে, যাতে ডিম এর গন্ধ টা যেন না থাকে। তারপর ওই মিক্সচার টাকে বেকিং ট্রে তে দিয়ে আগে থেকে গরম করে রাখা ওভেনে ঢুকিয়ে দিতে হবে ১৮০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট এর জন্য। কেক এর বেশ তৈরি হয়ে গেলে সেটাকে ঠান্ডা করে নিতে হবে, এই বার আমার এই রেসিপির মেইন কাজ হলো ফ্লেভার তৈরি করা।

প্রথমে ব্লুবেরি গুলো কে একটা ক্লিন পট এ রেখে তাতে কিছু চিনি দিয়ে গরম করা,কিছুক্ষণ বাদে দেখা যাবে সেটা গলে গিয়ে লিকুইড হয়ে গেছে. তারপর সেটাকে ছাকনিতে ছেকে লিকুইড তাকে ঠান্ডা করতে হবে।

এবার আমার ডেকোরেশন এর সময়,ডাবল ক্রিম তাকে ভালো করে এগ -বিটের এ ভালো করে ফাটিয়ে ক্রিম তাকে শক্ত করে নিতে হবে,তারপর ব্লুবারির লিকুইড তাকে ওর মধ্যে মিশিয়ে দিতে হবে, দেখা যাবে সাদা কালার তা চেঞ্জ হয়ে ব্লু নাহলে পার্পল হয়ে গেছে।

এরপর কেক এর বেশ তাকে ২ বা ৩ ভাগে সমান ভাবে কেটে ওতে চিনির সিরাপ দিয়ে দিতে হবে।

এরপর একটা বেস এর উপরে ওই ব্লুবেরি অ্যাড করা ক্রিম দিয়ে ভর্তি করতে হবে, কেউ চাইলে ওতে ফ্রেশ ব্লুবেরি ও দিয়ে দিতে পারে। এইভাবে একটার উপর একটা কেক গুলো সাজিয়ে ক্রিম টাকে চারিদিক দিয়ে সমান ভাবে ভর্তি করতে হবে , এরপর নিজেদের মতো করে ডেকোরেট করে কেক পরিবেশন করতে হবে, কেক তা মোটামুটি ৮ জন থেকে ১০ জনের হিসেব করে বানানো।







**Matrirupeno** by Sonia Adhikari

## **Kilts & Click:**

### Indian Lens in Caledonia



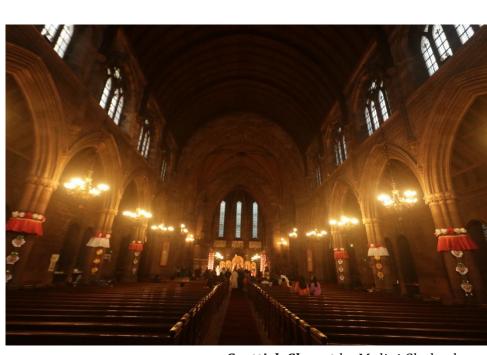
**Agomoni** by Malini Chakrabarty



The Chase @Glasgow by Surajit Sett







Scottish Shorot by Malini Chakrabarty



Missed the bus by Surajit Sett







**Reflections** by Surajit Sett

# **Clyde to Ganges:**

Tales from India



#### আমার চোখে দুর্গাপুজো অঙ্কিতা মুখোপাধ্যায়

প্রথমেই সবাইকে জানাই দুর্গাপুজোর আগাম শুভেচ্ছা।এবার দেশের বাইরে আমার প্রথম পুজো এই গ্লাসগো/ স্কটল্যান্ডে। কি লিখি কি লিখি করে ভাবলাম যে আইটিতে কাজ করবার সুবাদে আর আর বাবার ব্যাংকের চাকরি হওয়ার জন্য অনেক রাজ্য ঘুরেছি - পেয়েছি সেইসব বিভিন্ন রাজ্যের পুজোর অনুভূতি। সেগুলো নিয়েই আমার একটা ছোট্ট প্রচেষ্টা বা প্রতিবেদন বলা যেতে পারে।

#### পুনের দুর্গাপুজো

পুনে আমার অত্যন্ত প্রিয় এক শহর। কাজের জন্য বহু বছর এই শহরে থেকেছি, আর জানিনা কেন একটা অদ্ভূত নাড়ীর টান অনুভব করি এই শহরের সাথে। পুনের দুর্গা পুজো বলতে মনে পড়ে কোকনে চকের জমজমাট পুজো, সেইসাথে কেপি/আর্মি এরিয়ার সব বিখ্যাত পুজো গুলো। পুনের পুজোর সাথে আমার একটা ঘটনা খুব জড়িয়ে আছে। ২০১৯ সাল, মহামারী কোভিড থাবা বসানোর আগের বছর, আমি কলকাতায় বাড়ি যেতে পারিনি পুজোতে, অথচ আমার বাকি সব বন্ধুরা চলে গেছে তাদের নিজের বাসস্থানে। আমি একা ,খুব মন খারাপ, পুজোয় কি বন্ধু-বান্ধব ছাড়া ভালো লাগে। হঠাৎ এক বন্ধু ইরফান আর ও স্ত্রী একদিন এসে হাজির। দুজনে আমাকে প্রায় জোর করে পুজোতে বার করল। বলল তুই তো একা। তোর খুব মন খারাপ নিশ্চয়ই চল আমাদের সাথে। আমি সত্যি অভিভূত হয়ে গেলাম। ভিন রাজ্যের দুই ভিন ধর্মী মানুষের এই আন্তরিকতা দেখে। আমরা বেরোলাম ওদের গাড়িতে কেপি এরিয়ার পুজোতে গেলাম, ওদের বাঙালি স্টল গুলোর খাবার খাওয়ালাম, খুব মজা করলাম, আবার প্রমাণিত হলো উৎসব/ ফেস্টিভ্যাল আর মানুষের সম্পর্ক/ হিউম্যান বন্ড, সব ধর্ম আর ভেদাভেদ এর উপরে। তাছাড়া পুনের পুজো বললে মনে পড়ে কোকনে চকের পূজোর খিচুড়ি, কালচারাল প্রোগ্রাম কালীবাড়ির ভোগ আর ঠাকুর দেখা আরো কতকি।

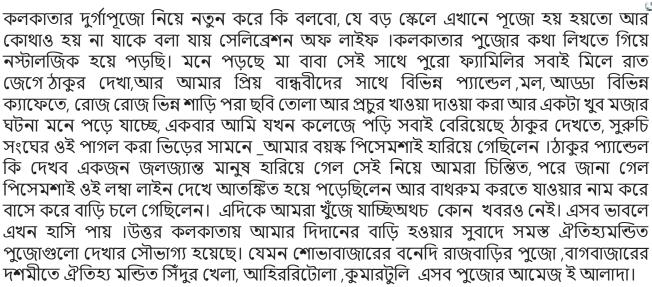
#### নৈনিতালে দুর্গা পুজো

আমি তখন ক্লাস নাইন বা টেনে পড়ি, আমরা গেছি নৈনিতাল ঘুরতে পূজাের সময়. নৈনিতাল এক অসাধারণ জায়গা। চারদিকে পাহাড় মাঝে নইনি লেক আর কি সুন্দর শান্ত শহর সেই সাথে ওখানকার লােকদের ব্যবহার খুব ভালাে। ওই নৈনি লেকের পাশেই ছিল মায়ের মন্দির যাকে ওরা নৈনি দেবী বলে ডাকে। ওই নইনি লেকে নবমীর দিন যখন বােটিং করছি তখন পাশেই নৈনি দেবীর মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে আরতি হচ্ছে সবাই জয়ধানি করছে নবরাত্রি উপলক্ষে। সে এক অদ্ভুত স্বর্গীয় অনুভূতি\_চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা ওই অপরূপ জায়গায়। নৈনি দেবীর মন্দির ও খুব সুন্দর, দশমীর দিন গিয়ে দেখছিলাম ওদের সেই উৎসবের উন্মাদনা, বােটিং করতে করতে পুজাের দিনে লেকের পাশ থেকে সেই জয় জয় মা জয় মা আওয়াজ কোনদিনও ভুলবাে না।









#### মেদিনীপুর শহরের দুর্গাপুজো

মেদিনীপুর শহরের দুর্গা পুজো বললেই আমার ছোটবেলা - মানে স্কুল জীবনের কথা মনে পডে। ওখানে সব থেকে বড পুজো ছিল বিধান নগর মাঠের পুজো। সেখানে আমাদের স্কুলের বন্ধুদের রোজ আড্ডা আর নতুন নতুন জামা পরে ফ্যাশন শো করা সেইসাথে আমার কিছু বান্ধবীর উঠতি বয়সে প্রথম প্রেমের উন্মাদনা নতুন নতুন বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে বাডির অভিভাবকদের চোখ লুকিয়ে ঘুরে বেডানো, যেটাকে বলে প্যান্ডেল হপিং। এখন যখন পেছন ফিরে দেখি, মনে হয় কতই না ইনোসেন্ট ছিলাম আমরা, ওই পুজো মণ্ডপেই কতজনের নতুন প্রেম, আবার ব্রেকআপ ও হতো, দশমীর দিন মন খারাপ হয়ে যেত। আবার সেই কিছুদিন পরই গতানুগতিক স্কুলে যাওয়া, এদিকে মা চলে যাচ্ছেন, আবার এক বছরের অপেক্ষা, তখন বুঝতে পারিনি - এটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, এ আর কোনদিন ফেরত আসবে না ।আরো একটা খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা আছে আমার ছোটবেলার,তখন আমার বয়স পাঁচ-ছয় হবে পাড়ার পজোর কর্মকর্তারা সেইবার বাবা-মাকে বলে গেলেন আমাকে কুমারী করা হবে সেই বছরের পূঁজোতে, আমি তখন কিছুই বুঝি না এসবের সেই অন্টমী পূজার দিন সকালে মা আমাকে লাল বেনারসি পরিয়ে সাজিয়ে দিল- পাড়ার দাদারা একদম কোলে চাপিয়ে নিয়ে চলে গেল মন্ডপে ,সেখানে ঠাকুরের পায়ের পাশেই একটা জলচৌকিতে বসিয়ে আমার পুজো হচ্ছে ফুল মালা দিয়ে, সবাই আশীর্বাদ নিচ্ছে, আমি ভাবছি হচ্ছেটা কি ?কিন্তু এত গুরুত্ব পেয়ে আবার খুব ভালোও লাগছে। মায়ের খব চিন্তা ছিল এত ছটফটে মেয়ে আমার, এতক্ষন চপচাপ বসে থাকবে কি করে, কিন্তু জানিনা সেদিন কি হয়েছিল চুপচাপ কেমন বসে ছিলাম দুর্গা মায়ের পায়ের নিচে আর সব হাঁ করে দেখছিলাম।আমার মনে আছে পরে আমার কুমারী পূজার সেই ছবি দেখে আমার এক বোন কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল "এ বাবা মিষ্টুদির(আমার ডাক্নাম) বিয়ে হয়ে গেল আমাকে কেউ ডাকলে না!" এখন সবই স্মতি। লেখিকা প্রতিভূা বসর কথায় - স্মতি সতত সুখের।





পরিশেষে আসি গ্লাসগোতে, যেখানে এখন আমার বাসস্থান। গ্লাসগোতে এই প্রথম আমার দুর্গাপুজো, নতুন অভিজ্ঞতা হবে, তবে গতবছরে চার্চ এর মধ্যে দুর্গা ঠাকুরের মূর্তি দেখে এত ভালো লেগেছিল, মনে হয়েছিল -ছোটবেলায় পড়তাম সর্ব ধর্ম সমন্বয়, আজ যেন ছবিতে চাক্ষুষ করলাম, তাই এই অনন্য সুন্দর পুজো দেখার জন্য উৎসুক অপেক্ষায় আছি। যদিও বেশ মন খারাপ করছে এত দূরে প্রবাসে পুজোর সময় মন যেন টিকছে না। সব পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আর দেশে ছুটে ফিরতে ইচ্ছে করছে। আশা করছি এখানের পূজো নিশ্চয়ই আমার সেই অপ্রাপ্তিগুলো ভরিয়ে দেবে।

আর কিছু আমার লেখার নেই, সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ভালোবাসা ,পুজো সবার ভালো কাটুক। আমার কথাটি ফুরালো, নটেগাছটি মুড়োল।

#### করোনা

সন্তোষ কুমার ঘোষ

তিন অক্ষরের নামটি তোমার
বড়ই শক্তিশালী
বিশ্বমাঝে তুমি ওগো এনেছ মহামারী
তোমার দয়া কবে হবে জানে নাতো কেউ,
তুমি গেলে মনের মাঝে
উঠবে আবার ঢেউ,
বিশ্বমাঝে তুমি শুধু আনলে হাহাকার
সবাই যখন ত্রাহি ত্রাহি করছে বারংবার।
আমরা কত এগিয়ে ছিলাম
জেনেও সব তুমি
এখন মোরা পিছিয়ে গেলাম
সবই জান তুমি







Glssgow's 1st Durga Idol- 1981

# Glasgow Puja Archives:

Down the memory lane

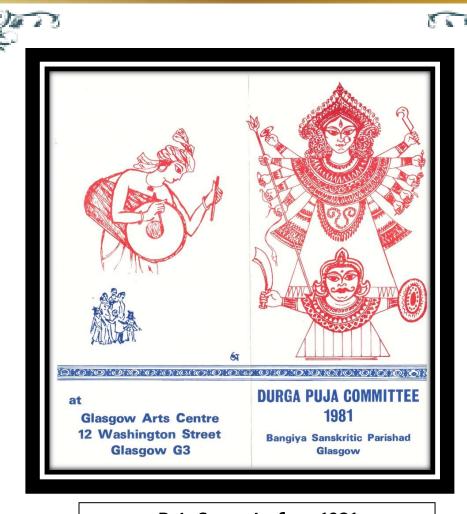


Glassgow's 2<sup>nd</sup> Durga Idol

#### Photos collected from Mridula Chakraborty, MBE



Kid's drawing exhibition from past years



Puja Souvenirs from 1981 Photos collected from Sheela Mukherjee







#### Mahalaya

Food Shakuntala & Mrinal Guha

Tripti & Gaur Sarkar

**Sweets** Madhurima & Rajat Sinha

Ankita Gupta & Souvik Pal



#### Shashthi

Flowers Atasi & Sandip Dhar

**Fruits** Aditi & Mihir Palchaudhuri

**Food** Gargi & Amit Swarnakar

Mridula & Asoke Chakraborty

Mithu & Shravan Suchandra & Ajit Kar

**Sweets** Gargi & Amit Swarnakar

Sudatta & Gobinda Chowdhury



#### Saptami

**Flowers** Asha & Ashish Mallik

Steph & Arup Mallik Aruna & Sumit Sinha

**Fruits** Shreyasi & Jayanta Bhattacharyya

Sonia & Sondipon Adhikari

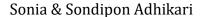
**Food** Rituporna Sengupta & Subrato Chatterjee

Ahona & Ayanna Routh Saroni Sil & Santanu Acharya Rituparna Kole & Suhas Mitra Sayanti Ray & Mainak Mukherjee











#### **Ashtami**

**Flowers** Sheela Mukherjee

Flowers (sandhi pujo) Uma & Satya Chakraborty

**Fruits** Kalpana & Mihir Mukherjee

Priyangi Sarkar

**Food** Pinki & Abhishek Chatterjee

Shilpi Roy & Saptarshi Chakraborty & Riaan Roy Chakraborty

Sudipa Deb & Riddhiman Karmakar Arushka and Ashmita Ghoshal

Anindita Mukherjee & Arunava Banerjee

**Sharod Dhar** 

Arunima & Arijit Mukherjee Ria & Tamal Bhattacharya Sohini Mukherjee & Surajit Sett

Kamalika Ghosh & Arnab Purakayestha

**Sweets** Dev & Rono Mukherjee

Mohua & Gautamananda Ray



#### **Nabami**

**Flowers** Arhona Dasgupta & Debashish Deb Roy

Smita Tekale & Subhojit Roy

**Fruits** Monjuli & Amborish Banerjee

Binita & Sanjay Das

F**ood** Sneha & Souvik Sanyal

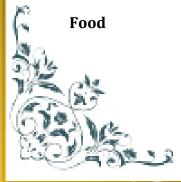
Debosmita & Rohitabja Halder

Anamika Nath Purkayastha & Dibyajyoti Nath Mayatree Bhattacharya & Hiranya Bhowmik

Portia & Soumitra Dey









Sukanya & Somsuvra Sarkar Sreyosi & Sayandeb Chatterjee

Pallavi Parijat & Bodhisattva Dasgupta

Payal Debroy & John Alexander Shikha & Jayanta Majumdar

Sunetra & Amit Deb

Jayeeta & Sanjoy Biswas



#### **Dashami**

**Food** Atasi & Sandip Dhar

Srirupa & Santanu Bhattacharjee

**Devang Sarkar** 

Moumita Mahato & Sudipta Ghosh Meghali Phukan & Prathamesh Kala

Mallika & Hemant Kadam

**Sweets** Anjana & Sarajit Sen



#### Laxmi puja

**Flowers** Anjana & Sarajit Sen

**Fruits** Supriya & Sandip Biswas

Anurima & Sanjib Chowdhury

Food Sunetra & Amit Deb

**Sweets** Triparna Mukherjee Ghosh & Sayantan Ghosh



#### Kali puja

**Flowers** Shakuntala & Haradhan Dutta

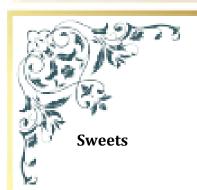
Fruits Uma & Satya Chakraborty

Meat Moumita & Joydeep Dey

Debjani & Gautam Patra

Indrani & Arijit Mukherjee





Sraboni & Sanjeet Bhattacharya Madhumita & Sudipta Roy Shalini & Amit Datta

Moumita & Joydeep Dey





### Saraswati puja

Flowers Srirupa & Santanu Bhattacharjee

**Fruits** Sudatta & Gobinda Chowdhury

Sangeeta & Bimal Kumar

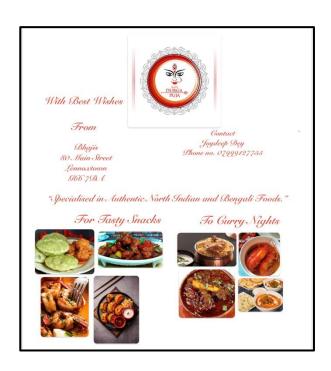
**Food** Sharod Dhar

Anusha & Ricky Patra Anuradha & Mayur Roy Mili & Abhinav Datta Arnab & Ankur Mukherjee

Ashmi & Rio Deb

**Sweets** Arunima & Babulayeb Mukhopadhyay



















Painting by Ashmita Ghoshal









## **GREEN GATES RENFREW**

INDIAN RESTAURANT

## CATERING SERVICES

ALL OVER THE SCOTLAND









65 Ferry Road Renfrew PA4 8SH

0141 886 3377 0785 814 3478





Painting by Ashmita Ghoshal

## Thank You

We are proud and happy to be presenting the Glasgow Durga Puja magazine after a gap of four years. In the traditions of Bengali culture, a পুরোর্নিসীis as much a part of the autumn festivities as the অপ্রাল and কাশ্যুল. It is very encouraging that budding talents within our community, young and old, literary and artistic, have joined us in our efforts to create something worthwhile. The Durga Puja Committee would like to extend its heartfelt thanks to all involved in the process right from scouting for contributors and creating the content through to editing and final proof-reading. We hope the audience will appreciate the effort that has gone on behind the scenes.



